# গঠনতন্ত্র (সংশোধিত)

ধারা-১ **নাম ঃ ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ। ইংরেজিতে ইহার নামঃ Clinical Engineering Association-Bangladesh এবং সংক্ষেপে "সিইএব" (CEAB)।**

ধারা-২ **ঠিকানা ঃ ৩৭/২, প্রিতম জামান টাউয়ার (১৩তম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।**

ধারা-৩ **কার্য এলাকা ঃ**

এই প্রতিষ্ঠানের কার্যএলাকা প্রাথমিক ভাবে ঢাকা জেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারন করা হবে।

ধারা-৪ **সংস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ-** প্রতিষ্ঠানটি একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে ১৯৬১ সালের ৪৬ নং (স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ মোতাবেক সমাজের স্বাস্থ্য সেবা মান সম্পন্ন ও প্রযুক্তিকরনের কার্যক্রম জোরদার করা এবং অবহেলিত রোগী, পশ্চাৎপদ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন ও পূর্নবাসন মূলক কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি সমাজ উন্নয়নমুলক ও মানবহিতৈষী কর্মকান্ডের নিগুঢ় লক্ষ্যে জনগনের সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ মূলক ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সংস্কৃতি উন্নয়নসহ বহুমুখী স্বকর্ম সংস্থান মুলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ব্যাপক অংশগ্রহনের ভিত্তিতে এলাকার তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদনক্রমে)

ধারা-৫ **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ-** লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ১ নং ক্রমিক থেকে ৪৫ নং ক্রমিক পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষত্রে বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করা হবে।

১। স্বল্প সময়ে একাডেমিক ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল প্রকৌশলী ও ক্লিনিক্যাল টেকনোলজিস্ট তৈরী করণ এবং ক্লিনিক্যাল প্রকৌশলীর বিদ্যা/জ্ঞান দ্বারা স্বাস্থ্য প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিকাশ করণ।

২। স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কম খরচে কার্যকর পরিকল্পনা, কারিগরী মূল্যায়ন, স্বাস্থ্য প্রযুক্তির আদান-প্রদান ও মূল্যায়ন, স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহৃত চিকিৎসা যন্ত্রপাতি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কার্যক্রমের উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩। স্বাস্থ্য সেবা খাতে আমদানীকৃত/ক্রয়ের পূর্বে উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, সঠিক পরিচালনাকরণ, ব্যবহারকারী ও রোগীদের নিরাপত্তা উন্নয়নকরণ।

৪। প্রতিটি মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আত্ম কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। মানুষের সাংস্কৃতিক ও মুক্ত চিন্তা বিকাশের জন্য পাঠাগার গড়ে তোলা।

৬। নারী শিশু ও যুবকদের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৭। ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদন/তৈরীকরণ পূর্বক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক মেডিকেল যন্তপাতি উৎপাদনকারী/প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/শিল্পগোষ্ঠীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক সহযোগীতামূলক কর্মসূচী প্রনয়ণ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার স্বল্প খরচে উন্নিতকরণ, যাহাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জনগণ সূলভে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা/স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারেন।

৮। অত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি প্রচার, স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভাবে যোগাযোগকরণ ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তির বিনিময়, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ইত্যাদি উন্নয়নে উৎসাহীতকরণ।

৯। ক্লিনিক্যাল প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য সেবার প্রযুক্তি বিষয়ে সম্মেলন, ফোরাম, সিমপোজিয়াম, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনা করণ এবং বাস্তবায়ন করণ। আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বিকাশ করণ। এই বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রনয়ণ করা।

১০। জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নে ও জনগনের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করনে সহযোগীতা মূলক কর্মসূচী গ্রহন করা।

১১। হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়/ইনিষ্টিটিউট সমূহের সাথে লিয়াজো রক্ষা করে দক্ষ ও উপযোগী হেলথ্ কেয়ার টেকনোলজী ম্যানেজমেন্টের উপর জনবল গঠন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করণ।

১২। জনগণের জন্য বহুমূখী সর্বাধুনিক যে কোন কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১৩। প্রতিবন্ধী, এতিম ও বৃদ্ধদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহন এবং প্রবীন হিতৈষী কর্মসূচী গ্রহন।

১৪। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা দান ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ ও সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা।

১৫। বিভিন্ন অবহেলিত ঠিকানা বিহীন অসুস্থ লোকদের ভরন পোষন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসার মাধ্যেমে তাদের সুস্থ করে তোলা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১৬। সমাজের প্রবীন গন দেশের জীবন্ত ইতিহাস। সে মতে সমাজে ও পরিবারে তাদের শ্রদ্ধাপূর্ন সম্মানীত জীবন নিশ্চিত করে প্রবীনদের দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত করা।

১৭। ভবঘুরে ও রাস্তায় বসবাসকারী লোকদের ভরন পোষন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

১৮। ভিক্ষুক মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভিক্ষুদের ভরন পোষন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পুর্নবাসন ও আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১৯। সমাজের বয়স্ক, বিধবা, এতিম, প্রতিবন্ধী, ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও ভাসমান জনগোষ্ঠিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পূর্নবাসন করা।

২০। সমাজের অভিভাকহীন বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী, ভবঘুরে রাস্তায় বসবাসকারী ভাসমান লোকদের ভরনপোষন শিক্ষা চিকিৎসা প্রশিক্ষন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

২১। সমাজে প্রবীন ও অবহেলীত লোকদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ও আর্থিক সেবা প্রদান।

২২। সামাজিক কাস্টম এবং শিষ্টাচার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উচ্চমান ও মধ্যবর্তী বা সদস্য ও অন্যান্য আগ্রহীদের সংস্থায় থাকার উদ্দেশ্য সিইএএইচটি অনুরূপ ভাল সম্পর্ক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করণ।

২৩। সমাজে নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে সৌহার্দ পূর্ন সম্পর্ক গড়ে তোলা।

২৪। বিশ্বের উন্নত দেশে সমূহের মত বাংলাদেশের প্রবীনদের দীর্ঘায়ূ জীবনের জন্য কর্মসূচী গ্রহন করা।

২৫। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, নিয়ন্ত্রণকরণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে বা অ্যাসোসিয়েশনের শাখা পরিচালনা করণ, প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সংবিধান, অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং সেক্টরে বা শাখা দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন মাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করণ।

২৬। দেশীয় ও বৈদেশিক চাহিদা মোতাবেক ক্লিনিক্যাল প্রকৌশল উন্নয়নকরণ, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে (যথাঃ সভা, সম্মেলন, কনফারেন্স, সফর) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে লাভজনক ভাবে গড়ে তোলা। যেমনঃ দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগণ উন্নতমানের চিকিৎসা পেতে পারেন সেই বিষয়ে গবেষণা করণ। উন্নত প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সকল পেশাজীবীদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনয়ন করণ।

২৭। শিশু বিকাশের জন্য বিশেষ কর্মসুচি গ্রহন ।

২৮। যুব কল্যাণে বিশেষ কর্মসুচি গ্রহন ।

২৯। নারী কল্যাণে বিশেষ কর্মসুচি গ্রহন ।

৩০। শারীরিক ও মানসিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

৩১। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের উপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত করণ এবং মেধা পাচার রোহীত করণ

৩২। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে জনগণকে বিরত রাখবার উদ্দেশ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহন করা।

৩৩। নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।

৩৪। ময়লা আবর্জনা কাজে লাগিয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন কর্মসুচী গ্রহন করা ।

৩৫। জনগনের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলা ।

৩৬। আনুষ্ঠানিক ও অনাষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মান উন্নয়নে গবেষনা করা।

৩৭। বঞ্চিত শিশু-শিশোরদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিত্ত্ব বিনোদন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন মূলক কর্মসুচী গ্রহণ করা।

৩৮। দরিদ্র শিশুদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ এবং শিশুদেরকে সামাজিক নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করা।

৩৯। সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ সংরক্ষণে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন এবং কৃষি, মৎস্য, পশু পালণ, হাঁস মুরগীর খামার ইত্যাদি স্থাপন করা।

৪০। সর্বোপরি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য মানব সম্পদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার ভূমিকা রাখবে। কিন্তু কোন ভাবেই অ্যাসোসিয়েশনের লদ্ধ যেন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দিকে ধাবিত না হয়।

৪১। সঠিক রোগ নির্ণয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৪২। গণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

৪৩। পরিবেশ উন্নয়নে নার্সারী স্থাপন করা এবং বৃক্ষ রোপন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৪৪। মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা।

৪৫। পরিবেশের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচি গ্রহন করা।

**ধারা-৬ প্রতিষ্ঠানের সদস্য/সদস্যদের শ্রেনী বিভাগ ঃ-**

ক) উপদেষ্টা সদস্য।

খ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

গ) সাধারণ সদস্য।

ঘ) আজীবণ সদস্য।

ক) **উপদেষ্টা সদস্য ঃ-** বিশেষ যোগ্যতা ও বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী এবং সুদক্ষ বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সংস্থায় উপদেষ্টা সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হবে।

খ) **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ-** যে সব সদস্যগন এই সংস্থা স্থাপনের প্রতিষ্ঠাকালীন স্বাক্ষরদাতা হবেন এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দোগ গ্রহনকারী সকলেই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/সদস্যা হিসাবে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠাতা সকল সদস্য সংস্থার সাধারন পরিষদের সদস্য বলে অভিহিত হবে।

গ) **সাধারণ সদস্য ঃ-** সাধারণ সদস্য/সদস্যাদের যোগ্যতা নিম্নে বর্ণিত ৭নং ধারা মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

ঘ) **আজীবন সদস্য ঃ-** যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এককালীন অনুদান কমপক্ষে ১০,০০০/- হাজার টাকা প্রদান করবেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে আজীবন সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হবে।

**ধার-৭ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ-**

জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিকগণ নিম্নে বর্নিত শর্তে এ সংস্থার সদস্য হতে পারবেন।

ক) নিবেদিত সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্য সেবায় উৎসাহী ব্যক্তিগণ এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারবেন।

খ) নূন্যতম ১৮ (আঠার) বছর বয়স্ক (ভোটাধিকার)।

গ) উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে (আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত নহে)।

ঘ) সুস্থ্য মস্তিস্কের অধিকারী হতে হবে (পাগল ও উম্মাদ নহে)।

ঙ) সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত হতে হবে।

চ) নির্ধারিত মাসিক চাঁদা ও ভর্তি ফি পরিশোধ করতে হবে।

ছ) সংস্থার অর্পিত দায়িত্ব সক্রিয় ভাবে পালন।

জ) সমাজকল্যাণ ও মানব সেবায় নিবেদিত।

**ধারা-৮ সদস্য পদ বাতিল ঃ-**

ক) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে।

খ) মৃত্যূ হলে বা আদালতে নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হলে।

গ) প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ ও আদর্শের পরিপন্তী কার্যকালাপে লিপ্ত হলে।

ঘ) কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানে মাসিক চাঁদা একাধিকক্রমে ৬ মাস প্রদান না করলে।

ঙ) কোন সদস্য বা সদস্যা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহন, বেতন, ভাতা, মুনাফা ও সম্মানী এবং কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করলে।

চ) গ্রহণযোগ্য কারন ছাড়া পর পর ৩ টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত না থাকলে।

ছ) প্রতিষ্ঠানের কাজে পর পর ৬ (ছয়) মাস নিষ্ক্রিয় ও অকর্মন্য হয়ে পড়লে।

জ) সদস্যের স্বভাব, আচরন, মনোবৃত্তি ও কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী হলে।

ঝ) পাগল ও উম্মাদ প্রমানিত হলে।

ঞ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

ট) মস্তিস্ক বিকৃতি ও নৈতিক স্থলনের কারনে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডিত ~~দান্ডিত~~ হলে।

ঠ) সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে।

ড) তহবিল তছরূপ করলে এবং অবৈধ চাঁদা বাজি করলে।

ঢ) গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজ করলে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারী হলে।

ণ) সংস্থার পক্ষ হয়ে সংস্থার বিষয়ে কোন সদস্য পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতি, সেমিনারে বিবৃতি প্রদানের পূর্বে কার্যকরী পরিষদের অনুমতি গ্রহন না করলে।

ত) সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও অলাভজনক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করলে।

থ) সংস্থার নামে কোন সদস্য গঠনতন্ত্র বহির্ভুত ও অবৈধভাবে চাঁদা বাজি ও জনগণের কাছ থেকে ডোনেশন/অনুদান গ্রহন করলে।

দ) সংস্থার কার্যএলাকা পরিত্যাগ করলে।

ধ) সংস্থার মূল্যবান রেকর্ডপত্র স্বেচ্ছাচারী ভাবে কুক্ষিগত করে সংস্থার কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে।

**ধারা-৯ সদস্যদের অধিকার ঃ-**

ক) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ সদস্যগণের ভোটাধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানের অধিকার ও সংরক্ষিত থাকবে।

খ) সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক সাধারন সদস্যগণের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করা হবে।

গ) সংস্থার উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে সাধারণ সদস্যগণ মতামত ও সুপারিশ পেশ করবেন বা মতামত প্রকাশ করবেন।

ঘ) সাধারণ সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুমোদন করবেন ঃ-

১) গঠনতন্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন।

২) বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন।

৩) বার্ষিক হিসাব ও বাজেট।

৪) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন।

৫) ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

**ধারা-১০ সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ**

ক) সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারী বরাবর আবেদন করতে হবে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় গৃহিত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্য পদের আবেদন পত্র মঞ্জুর/খারিজ হবে।

গ) চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারি জমাকৃত আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে সদস্য/সদস্যা খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সদস্য পদের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নাম সংস্থার সদস্য হিসেবে গন্য করা হলে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

ঙ) আবেদন পত্র গৃহীত হওয়ার পর কোষাধ্যক্ষর নিকট ভর্তি ফিঃ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা চাঁদা পরিশোধ করে সংস্থার সদস্যভূক্ত হতে হবে।

**ধারা-১১ সদস্যপদ স্থগিতকরন ঃ** গঠনতন্ত্রের ধারা- ৮ এর খ, ঙ, জ, ঞ, ট ও ড ব্যতিত ৮ ধারা অন্যান্য কারণে সদস্য পদ বাতিলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে সদস্য পদ বাতিল না করে নোটিশের মাধ্যমে সতর্ক করা হবে। এতে সংশ্লিষ্ট সদস্য সংশোধিত না হলে সদস্য পদ স্থগিত করা হবে। পরে তাকে কারন দর্শানোর নোটিশ জারী করা হবে। নোটিশের প্রেক্ষিতে সদস্যদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে। সংস্থার সদস্যদের প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিলের পর সদস্যগনের জবাব সন্তোষজনক প্রমানিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য পদ পুর্নবহাল করা হবে।

**ধারা-১২ সদস্যপদ নবায়ন/ পুন ভর্তি ঃ-** কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বকেয়া সমুদয় চাঁদা পরিশোধ করলে এবং ভবিষ্যতে গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত ও গঠনতান্ত্রিক ভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালনে অঙ্গিকারবদ্ধ হলে লিখিত আবেদনক্রমে সদস্যপদ নবায়ন/ পুনভর্তি করা যাবে।

**ধারা-১৩ শাখা কার্যালয় ঃ-**

ক) **শাখা কমিটি গঠন ও কাঠামো ঃ-**
সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী যে এলাকায় শাখা খোলা হবে সে এলাকা হতে সদস্য নিয়ে শাখা কমিটি গঠন করতে পারবে। উক্ত শাখা কমিটি কমিটির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও এবং কোষাধ্যক্ষ সহ অপর ২ জন সদস্য সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট হবে। শাখা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত এবং শাখা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত এবং পরিচালিত হবে।

খ) **শাখা সমূহের দায়িত্ব, কর্তব্য ও সুবিধা ঃ-**
কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন সময় শাখার কার্যক্রম স্থগিত করা যাবে। এ ব্যাপারে শাখা কমিটির কোন প্রকার দায়িত্ব ও আপত্তি থাকবে না। শাখা কমিটি স্থগিত করনের বিষয়ের সব দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটি হরণ করবে। কেন্দ্রীয় কমিটি কোন শাখার কার্যক্রম স্থগিত করলে উক্ত শাখা স্থগিতের কারণ উলেখ করে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে অবহিত করতে হবে।

গ) **শাখা কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ-**
শাখা সমূহের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যক্রম সমূহ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী সম্পন্ন করতে শাখা বাধ্য থাকবে।

ঘ) **শাখা কমিটি ঃ-**
শাখা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

**ধারা-১৪ সংস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হলো তিনটি ঃ-**

ক) উপদেষ্টা পরিষদ
খ) সাধারণ পরিষদ
গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

**সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ ঃ-**

ক) **উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-** কোন বিশেষ বিষয়ে যোগ্যতা, সুদক্ষ ও পারদর্শী এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদেরকে নিয়ে সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করবেন। সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কার্যনির্বাহী সভার মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারবেন। এই পরিষদের মেয়াদ হবে দুই বছর। প্রয়োজন বোধে কার্যনির্বাহী পরিষদ মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। সমিতির গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফল বাস্তবায়নে এ পরিষদ উপদেষ্টা মূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) **সাধারন পরিষদ ঃ-** সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা নিয়ে গঠিত হবে সাধারণ পরিষদ। তবে সাধারণ পরিষদের সদস্য/সদস্যা সংখ্যার কোন উর্দ্ধসীমা থাকবে না।

গ) **কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ-**

সাধারণ পরিষদ ২ বছরের জন্য একটি ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩ (তের) জন অবশ্যই নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে।

**ধারা- ১৫ কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | সভাপতি | ১ |
| ২। | সহ-সভাপতি | ১ |
| ৩। | সাধারন সম্পাদক | ১ |
| ৪। | যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| ৫। | কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| ৬। | সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| ৭। | যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| ৮। | দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| ৯। | যুগ্ম-দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| ১০। | স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক | ১ |
| ১১। | যুগ্ম-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক | ১ |
| ১২। | প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয় সম্পাদক | ১ |
| ১৩। | যুগ্ম-প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয় সম্পাদক | ১ |
| | | ১৩ জন |

**ধারা-১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ পূরণ ঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ তাদের মেয়াদকালের মধ্যে পরিষদের পদ শূন্য হলে নিজেরাই সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে থেকে সাধারণ সভার মাধ্যমে কো-অপ্ট করে শূন্য পদ পূরণ করতে পারবেন। নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কো-অপ্টকৃত সদস্যের অনুমোদন গ্রহন করা হবে। এই কো-অপ্টকৃত সদস্য পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

**ধারা-১৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব ঃ-**

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার সকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্তয় সাধন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ উহার সভায় উক্ত সংস্থার যেকোন সদস্যকে বিশেষ কোন দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নিবেন বা দায়িত্ব প্রদান করবেন।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা নিবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত সংস্থার মোট কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) অংশের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতিষ্ঠানের তদারকী/তত্বাবধান, সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, সদস্য আহরণ, বাতিল ইত্যাদি ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিবেন।

চ) কার্যনির্বাহী পরিষদ আইনগতভাবে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে বা নূতন সদস্য গ্রহণ করতে পারবেন। তবে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদন করবেন।

ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করবেন ও সংস্থার সকল প্রকার কার্যাবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে পূর্ন ক্ষমতার অধিকারী হবে।

জ) সংস্থার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন পূর্বক উহা বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঝ) সংস্থার তথা এলাকার স্বার্থে এবং শান্তি শৃঙ্খলার ব্যাপারে যেকোন আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে উহা সাধারণ সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

ঞ) যেকোন কার্য সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন উপ-কমিটি/সাব-কমিটি গঠণ করতে পারবে।

ট) নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা।

**ধারা-১৮ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব/কর্তব্য ঃ-**

**১। সভাপতি**

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা অন্য যে কোন সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সাধারন সম্পাদককে সভা আহবানের পরামর্শ প্রদান করবেন।

খ) তিনি প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সভা আহবানের করবেন।

গ) তিনি প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও পরিচালনার নিয়মাবলী নির্ধারন করবেন।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবীদের অর্পিত কাজে উৎসাহ, সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

ঙ) তিনি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদাতা হবেন।

চ) তিনি সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাজে তদারকি,পরমর্শ ও উৎসাহ প্রধান করবেন এবং যেকোন সভা/সিম্পোজিয়াম/সেমিনারে সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি সংস্থার পক্ষে যেকোন অথিতিকে অভ্যর্থনা ও সাক্ষাৎকার প্রদান করবেন।

ছ) তিনি সংস্থার কার্য বিবরণী অনুমোদন করবেন।

জ) তিনি সংস্থার সকল ব্যয় ভাউচার অনুমোদন করবেন।

ঝ) সকল কার্যাবলী তদারক ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

ঞ) প্রতিষ্ঠানের ভাব মূর্তি রক্ষাতে সর্বদা তৎপর থাকবেন।

ট) কোন কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তার কাজ পরিচালনার জন্য তিনি কার্যকরি পরিষদের অন্যকোন সদস্যকে মনোনয়ন দিতে পাবেন।

**২। সহ-সভাপতি**

ক) তিনি সভাপতির সকল কাজের সহযোগীতা করবেন।

খ) সভাপতির অবর্তমানে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**৩। সাধারন সম্পাদক**

ক) তিনি সংস্থার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের হিসাব সংরক্ষন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের ও সর্ব প্রকার সাধারণ সভায় কার্যবিবরনী সংরক্ষণ করবেন।

খ) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তা সাধারণ সভায় পেশ করা, প্রচার করা এবং সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম জনসমক্ষে তুলে ধরা।

গ) সংস্থার সদস্যগণের তালিকা সংরক্ষণ করা ও সংস্থার কার্যক্রম সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত করবেন।

ঘ) সহযোগী ও সহকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা/ব্যবস্থা করা ও সংগঠনের নথিপত্র সংরক্ষণ করা এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চ) সভাপতির পরামর্শক্রমে সংস্থার সকল সভা আহবান ও সভা লিপিবদ্ধ করবেন এবং সভার দিন তারিখ নির্ধারন করবেন।

ছ) তিনি সংস্থার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ষ্টকবুক সংরক্ষন করবেন।

জ) বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

**৪। যুগ্ম-সাধারন সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সাধারন সম্পাদকের সকল কাজের সহযোগীতা করবেন।

খ) সাধারন সম্পাদকের অবর্তমানে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**৫। কোষাধ্যক্ষঃ**

ক) তিনি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার অর্থ, চাঁদা ও সকল প্রকার দান, অনুদান রশিদ বহির মাধ্যমে গ্রহন করবেন।

খ) তিনি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থ বিষয়ে হিসাব-নিকাশ রেকর্ডমুলে সংরক্ষন করবেন।

গ) তিনি সংগঠনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারী সকল প্রকার সহায়তা করবেন।

ঘ) তিনি বার্ষিক সাধারন সভায় বার্ষিক খরচের হিসাব উপস্থাপনে এবং বাজেট প্রণয়নে ও বার্ষিক বাজেট অনুমোধনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদকে সার্বিক সহযোগিতা করার দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) তিনি সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের পরামর্শক্রমে ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বদা যোগাযোগ বজায় রাখবেন।

চ) প্রাপ্ত টাকা ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংস্থার সংশ্লিষ্ট হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করে জমার বিষয়টি সভাপতি/সাধারন সম্পাদকে/অবহিত করবেন।

**৬। সাংগঠনিক সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার সাংগঠনিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**৭। যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার যুগ্ম-সাংগঠনিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**৮। দপ্তর সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার দপ্তর বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**৯। যুগ্ম-দপ্তর সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার যুগ্ম-দপ্তর বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**১০। স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**১১। যুগ্ম-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার যুগ্ম-স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**১২। প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয় সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।
গ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**১২। যুগ্ম-প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদকঃ**

ক) তিনি সংস্থার যুগ্ম-প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

ঙ) নির্বাহী পরিষদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

**ধারা-১৯ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ-**

ক) সংস্থার স্বার্থে সাধারণ পরিষদ যে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গন্য হবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সহ সাধারণ সদস্য কর্তৃক কার্যানির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

খ) এই সংস্থার নিবন্ধিকরনে ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

গ) সংস্থার সাধারন পরিষদ কর্তৃক নিয়ুক্ত বা মনোনীত কর্মী পর্যবেক্ষক হিসেবে কার্যনির্বাহী পরিষদের বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

ঘ) গত সাধারণ সভার কার্যবিবরনী পাঠ ও অনুমোদন করা।

ঙ) সর্বপ্রকার রিপোর্ট পেশ ও আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন।

চ) উপবিধি সংশোধন (যদি থাকে)

ছ) মুলতবী প্রস্তাব/বিবিধ।

জ) সংস্থার যেকোন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদকে সাধারণ পরিষদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচনে সাধারন পরিষদ দায়িত্ব পালন করিবেন।

**ধারা-২০ বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার নিয়মাবলী ঃ-**

ক) সাধারণ সভা

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা।

গ) জরুরী সভা।

ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা।

ঙ) মূলতবী সভা।

চ) তলবী সভা।

ক) **সাধারণ সভা ঃ-**

কমপক্ষে বছরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উহা বার্ষিক সাধারণ সভা রূপে গন্য হবে। তবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভাও আহবান করা যাবে। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুমোদন লাভ করবে। সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ ও স্থান উলেখ করে আহবান করা হবে।

১) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন।

২) বার্ষিক বাজেট ও হিসাব।

৩) বার্ষিক সাধারন সভায় সংস্থার আয় ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ অডিটের জন্য অডিটর মনোনয়ন করা।

৪) সংস্থার গঠনতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন।

৫) সভার সিদ্ধান্ত মোট সদস্যের নূন্যতম ২/৩ অংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

খ) **কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ-**

১) বৎসরে কমপক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের ৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২) নূন্যতম ৭ দিন পূর্বে সময়, তারিখ ও স্থান উলেখপূর্বক সভার নোটিশ জারী করিতে হবে। নূন্যতম ২/৩ অংশ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

ক) **জরুরী সভা ঃ-** জরুরী সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ ও স্থান উলেখ করে আহবান করা যাবে। মোট সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশে) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

খ) **বিশেষ সাধারণ সভা ঃ-** যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সাভা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নোটিশে আহবান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ড ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের নূন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

ঙ) **মুলতবী সভা ঃ-**

১) কোরামের অভাবে মূলতবী সাধারণ সভা মূলতবীর তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভা সম্পন্ন করতে হবে। মূলতবী সভার তারিখ হতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশ জারী করতে হবে। অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোট সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) এর সিদ্ধান্তক্রমে চুড়ান্ত বলে গন্য হবে।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ৭ (সাত) দিনের নোটিশে ২ (দুই) বার কোরামের অভাবে মূলতবী হলে তৃতীয়বার ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত সভার কোরাম পূর্ণ না হলেও যত জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গন্য হবে।

চ) **তলবী সভা ঃ-**

১) কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা পরিস্থিতিতে বা গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক সংস্থার সভা আহবান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য-একজন আহবায়ক মনোনীত করে বিশেষ সাধারণ সভার কর্মসূচীর এজেন্ডা বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংস্থার সভাপতি/ সাধারন সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

২) সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক কর্তৃক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহবান করবেন। তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভাপতি/ সাধারন সম্পাদক কর্তৃক তলবী সভা আহবান না করলে ২১ (একুশ) দিনের মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সাধারণ সদস্যগন একজন আহবায়কের নের্তৃত্বে তলবী সভা আহবান করতে পারবেন। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তলবী সভা সংস্থার কার্যলয়ে আহবান করতে হবে।

**ধারা-২১তহবিল সংগ্রহ ঃ-**

**নিম্নলিখিত ভাবে সংস্থার তহবিল সংগ্রহ করিতে পারবেন ঃ-**

ক) ভর্তি ফি।

খ) সদস্য চাঁদা।

গ) এককালীন সদস্য চাঁদা।

ঘ) এককালীন সদস্য অনুদান।

ঙ) কোন বিশেষ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুদান।

চ) সরকারী অনুদান।

ছ) প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে লটারীর আয়োজন করা।

জ) বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রকল্প থেকে আয়।

**ধারা-২২ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ-**

ক) সংস্থার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বা দেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

খ) উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব নম্বর সংস্থার সভাপতি, সাধারন সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

গ) সংস্থার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের পরামর্শক্রমে কোষাধ্যক্ষ চলমান খরচ নির্বাহের জন্য ৫,০০০/- (পাচঁ হাজার) টাকা হস্তে মওজুদ রাখতে পারবেন। হস্তে মওজুতের টাকা খরচের পর তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোধন গ্রহন করতে হবে।

ঘ) আর্থিক বছর শেষে তহবিলের অর্থ বা জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। শুধুমাত্র সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অসহায়দের কাজে খরচ করা যাবে।

চ) সংস্থার প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের পূর্বে উত্তলনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোধন গ্রহন করা হবে।

ছ) সংস্থার নামে সংগৃহিত অর্থ কোন অবস্থাতে হাতে রাখা যাবে না। সংগৃহিত অর্থ প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে অথবা অল্পসময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিয়ে জমার রশিদ সংগ্রহ করা হবে।

জ) সকল ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরন করা হবে।

**ধারা-২৩ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ-**

**কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ-**

ক) নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

খ) সাধারণ সদস্যবৃন্দের প্রস্তাব ও সমর্থন / হস্ত উত্তোলন পদ্ধতি / আলাপ আলোচনা / গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে ১ (এক) মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহন করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরেই নির্বাচিত কমিটি চুড়ান্ত বৈধতা লাভ করবে।

গ) মেয়াদ ঃ- নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার দিন হতে পরবর্তী দুই বছরে মেয়াদ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল বলবৎ থাকবে।

ক সংগঠনের কমিটি গঠনের পূর্বে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে ।

খ. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভার মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে।

গ. একজন সদস্য একটি পদে একটি মাত্র ভোট প্রদান করবেন। কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাবেনা ।

**ধারা-২৪ঃ** **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদঃ**

কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের তারিখ থেকে পরবর্তী ২(দুই) বছর পর্যন্ত কমিটির মেয়াদ বহাল থাকবে । কমিটির এ মেয়াদকালের মধ্যেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে ।

**ধারা ২৫ঃ** **সর্বশেষ অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরন ঃ**

অনিবার্য কারন বশতঃ নির্বাচিত ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত কমিটি সাধারন পরিষদের মোট সদস্যের নুন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে ও অনুমেদনে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ৩ (তিন) মাস বৃদ্বি করে বর্ধিতকালীন সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবেন। তবে এ সময় বৃদ্ধি ১(এক) বারের বেশী নহে ।

**ধারা-২৬ ঃ** **অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিঃ**

**ক.** নির্বাচিত কমিটির নির্ধারিত মেয়াদ ও বর্ধিত মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পর কার্যনির্বাহী কমিটির বৈধতা না থাকায় কমিটির মেয়াদ উত্তীর্নকালীন সময় সংস্থার কমিটি গঠনের/নির্বাচনের জন্য সংস্থার পুর্ববর্তী/সাবেক সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি / প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কর্তৃক আহুত সাধারন সভায় ৩ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করে সংস্থার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করবেন এবং নির্বাচন সম্পন্ন করবেন ।

**খ.** সংস্থার এ কমিটি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত চলমান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ।

**গ.** সংস্থার সদস্যদের বকেয়া চাদাঁ আদায় পুর্বক সকল গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরন করে সংস্থার সদস্য তালিকা নিয়মিত ও হালনাগাদ করবেন ।

**ঘ.** সংস্থার নিয়মিত চুড়ান্ত বৈধ সাধারন সদস্য তালিকা নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে হস্তান্তর করবেন ।

**ঙ.** নির্বাচন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন।

**চ.** নির্বাচনের পর অন্তরবর্তীকালীন কমিটি বিলুপ্তি ঘোষিত হবে ।

**ধারা ২৭ঃ** **কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকালীন নির্বাচন ঃ**

সংস্থার সভাপতি/সাধারন সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ পদত্যাগ করলে অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করলে অথবা কমিটি বা কমিটির কোন সদস্য দুর্নীতি গ্রস্থ হলে/গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে সংস্থার সাধারন পরিষদ প্রয়োজনে মোট সাধারন সদস্যের নুন্যতম ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদকালীন সময় পুনর্গঠন অথবা ভেঙ্গে দিয়ে নুতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা সংরক্ষন করবেন ।

**ধারা-২৮ঃ** **নির্বাচন কমিশন ঃ**

**ক.** নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তালিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবে।

**খ.** সংস্থার প্রয়োজনে সাধারন পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারবেন ।

**গ.** নির্বাচনের পর নির্বাচনের ফল ঘোষনা করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে ।

**ঘ.** কাযনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না এমন সদস্য অথবা সংগঠনের সদস্য নন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন কমিশনের সদস্য হবেন।

**ঙ.** নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নুন্যতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

**চ.** দুই প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চুড়ান্ত করা হবে।

**ছ.** বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

**জ.** নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহনের পর তা কার্যকর হবে।

**ধারা-২৯ লোক/জনবল নিয়োগঃ-**

সংস্থার কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তাবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হবে। লোক নিয়োগের পূর্বে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞোপ্তি জারী করা হবে। লোক নিয়োগের জন্য চাকুরী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে লোক/জনবল নিয়োগ করা হবে। লোক নিয়োগে কোন ব্যাংক ড্রাফ্‌ট ও জামানত গ্রহণ করা হবে না।

**ধারা-৩০ গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ-**

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে হলে সাধারণ সভায় মোট সদস্যের নূন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে/ সমর্থনের মাধ্যমে তা গৃহীত হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে তা কার্যকর হবে।

**ধারা-৩১ তহবিল বৃদ্ধি ঃ-**

সংস্থার তহবিল বৃদ্ধিকল্পে যে কোন বিশেষ প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান গ্রহন করা হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহন করা হবে। গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী অনুষ্ঠান শেষে আয়-ব্যয়ের পূর্ন হিসাব বিবরনী নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হবে।

**ধারা-৩২ আইনের বাধ্যবাধকতাঃ-**

অত্র গঠনতন্ত্রে যা-কিছু উলে-খ থাকুক না কেন উক্ত সংস্থাটি ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় এবং দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদনক্রমে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

**ধারা-৩৩ সংস্থার বিলুপ্তি ঃ-**

যদি কোন অনিবার্য কারণে সংস্থার বিলুপ্তির প্রশ্ন ওঠে তবে সংস্থার সকল দায়দেনা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিশোধ করে মোট সদস্যের নূন্যপক্ষে ৩/৫ (তিন পঞ্চামাংশে) সাধারণ সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ মোতাবেক বিষয়টির পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

# সমাপ্ত